কলকাতা উচ্চ আদালতে

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার

আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০১৯-এর সি. আর. আর ১০০১

সত্য ব্রত চক্রবর্তী @এস. বি. চক্রবর্তী

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য

আবেদনকারীদের জন্য	: শ্রী ডি. এন. রায়, শ্রী বিশ্বরূপ নন্দী, শ্রী সৌরভ হালদার
রাজ্যের জন্য	: শ্রী এস. জি. মুখার্জি, মাননীয় সরকারী কৌঁসুলি শ্রীমতী জারিন এন খান, শ্রী মো. কুতুবুদ্দিন।
বিরোধী দলের জন্য নং ২	: মিঃ শ্যামা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ব্যক্তিগতভাবে)।
বিরোধী দলের জন্য নং ৩	: শ্রী প্রদীপ জেবরাজকা, শুশ্রি পূজা জেবরাজকা।
শুনানি শেষ হয়েছে	:১৩.০৯.২০২৩
বিচার	**:০৪.১০.২০২৩**

বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল):

১. ০৩.০১.২০১৯ তারিখের একটি আদেশের বিপরীতে বর্তমান সংশোধনটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে কলকাতার বিজ্ঞ প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করার ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬০, ৪০৯/১২০খ ধারার অধীনে ২০১৬ সালের ২৯.১২.২০১৬ তারিখে পার্ক স্ট্রিট পিএস মামলা নং ৩১০-এ আবেদনকারীর দায়ের করা "নারাজি পিটিশন" প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

২. আবেদনকারী/অভিযোগকারীর মামলাটি হল যে আবেদনকারী একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বলেছেন যে তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসাবে অধ্যাপক ঈশা মহম্মদ, সভাপতি, ডঃ সুজিত কুমার দাস, ট্রেজারার এবং অন্যান্য সদস্যদের সাথে এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল ০২.০৫.২০১৬ এ দায়িত্ব পুনরায় শুরু করেছেন ।

৩. এটি আবেদনকারী/অভিযোগকারীর দ্বারা বলা হয় যে এশিয়াটিক সোসাইটি গবেষণা এবং একাডেমিক ক্ষেত্রে একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এটি সারা বিশ্বে তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য একটি নামী প্রতিষ্ঠান। সমিতিটি ১৯৮৪ সালে সংসদের একটি আইনের মাধ্যমে তার বিধিবদ্ধ সত্তাও পেয়েছে।

৪. তাদের দায়িত্ব গ্রহণের আগে একজন অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, একজন অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী সভাপতি ছিলেন এবং একজন শাহনওয়াজ শাহ ট্রেজারার ছিলেন। অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং একজন অধ্যাপক রামজিৎ সেন আড়াই মাসের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৫. এটি বলা হয়েছে যে পূর্ববর্তী কাউন্সিলের সময়কালে, নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বিশাল আর্থিক অনিয়ম প্রকাশিত হয়েছিল এবং সংসদে সময়ে সময়ে এটি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। তদনুসারে, নতুন কাউন্সিলকে অনিয়মের বিশদ বিবরণ এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল এবং তাদের সরকারের কাছে ফিরে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছিল।

৬. আবেদনকারীর বক্তব্য হলো, নতুন কমিটি একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গঠন করেছে। সেই অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলি তাদের নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দিয়েছে এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থাও প্রদান করেছে। উক্ত কমিটির প্রতিবেদন থেকে আরও জানা গেছে যে, যথাযথ অনুমোদন এবং বৈধ নথি ছাড়াই বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

৭. বিপরীত পক্ষ নং ১, অর্থ নিয়ন্ত্রক এবং বিপরীত পক্ষ নং ২ অর্থাৎ একটি এম/এস. কে. এল. বি ট্র্যাভেলস, একটি বেসরকারী ভ্রমণ সংস্থা, বিমানের টিকিট কেনার জন্য অপরাধী এবং বিপুল জনসাধারণের অর্থ অপব্যবহারের মতো আর্থিক বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একই দুটি অনুলিপি এবং তদন্ত প্রতিবেদনও তদন্তকারী সংস্থাকে সরবরাহ করা হয়েছিল যা এই ধরনের অপরাধের প্রমাণ দেয়।

৮. "দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি"-র সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আবেদনকারী পার্ক স্ট্রিট থানায় ডি-ফ্যাক্টো অভিযোগকারী হিসাবে রেফআরেন্স নং ১৪৯৪৩, ২৭.১২.২০১৬ তারিখের মাধ্যমে উপরোক্ত তথ্য উল্লেখ করে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

৯. পূর্বোক্ত অভিযোগ অনুসারে, পার্ক স্ট্রিট থানায় নথিভুক্ত করা হয়েছে, ২০১৬ সালের ২৯.১২.২০১৬ তারিখের পার্ক স্ট্রিট থানায় মামলা নং ৩১০ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯/১২০খ ধারায় বিরোধী দলের বিরুদ্ধে নং ২ বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন এবং এক কোটি টাকার সরকারি অর্থ অপব্যবহার করার জন্য এবং বিপরীত পক্ষের বিরুদ্ধে নং ৩ বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘনের জন্য এবং পঞ্চাশ লক্ষ এবং বিশ হাজার টাকার সরকারি অর্থের অপব্যবহার করার জন্য।

১০. উপরোক্তভাবে এফআইআর দায়ের করার পর, আবেদনকারী এবং এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যান্য কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিক মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে উদাসীন মনোভাব লক্ষ্য করেছেন এবং তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ বিষয়টির যথাযথ তদন্তের জন্য অভিযুক্তদের কখনও গ্রেপ্তার করেনি। তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ অডিট রিপোর্ট এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির রিপোর্ট সহ অন্যান্য নথিপত্র, যা উক্ত অপরাধের ভিত্তি, তা খতিয়ে দেখেনি। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটিকে সমস্ত সংযুক্ত নথিপত্র মূল আকারে সরবরাহ করতে বলা হয়েছিল এবং সেগুলি যথাযথভাবে তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল, কিন্তু তদন্তটি যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়নি এবং আবেদনকারী এবং তার কর্মকর্তারা তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে বিষয়টি নিয়ে ক্রমাগত আলোচনা করেছিলেন কিন্তু প্রায় কয়েক বছর ধরে কোনও ফলাফল পাওয়া যায়নি।

১১. আবেদনকারী বলেছেন যে, তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত পার্ক স্ট্রিট পুলিশ স্টেশনের উপ-পরিদর্শক, তাৎক্ষণিক মামলার তদন্তকারী আধিকারিক অঞ্জন সেনের কাছ থেকে একটি বার্তা পেয়েছিলেন, যার মাধ্যমে জানা গিয়েছিল যে তদন্ত শেষ হওয়ার পরে, এফ. আর. নং ৪০/১৮ ২৯.০৬.২০১৮ তারিখের মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি মামলাটিকে দেওয়ানী প্রকৃতির বলে ঘোষণা করে জমা দেওয়া হয়েছিল।

১২. আবেদনকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী ডি. এন. রায় দাখিল করেছেন যে অডিট রিপোর্ট এবং অন্যান্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির রিপোর্ট, বিশেষ করে অডিট রিপোর্ট এবং তদন্ত রিপোর্টের দুটি কপি, বিপরীত পক্ষ নং ২ কর্তৃক এক কোটি টাকার অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ এবং জনসাধারণের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে এবং মেসার্স কেএলবি ট্রাভেলস, বিপরীত পক্ষ নং ৩ এর বিরুদ্ধে পঞ্চাশ লক্ষ বিশ হাজার টাকার অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ এবং জনসাধারণের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সরবরাহ করা হয়েছে। অতএব, এটি স্পষ্ট এবং ইতিমধ্যেই প্রকাশিত যে তারা বিমান টিকিট কেনার জন্য স্পষ্টতই অপরাধী এবং বিপুল জনসাধারণের অর্থ আত্মসাতের এই আর্থিক বিশৃঙ্খলার জন্যও দায়ী।

১৩. স্পষ্টতই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারার অধীনে অপরাধের মূল বিষয়গুলি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ফৌজদারি কাজের মাধ্যমে তাত্ক্ষণিক মামলায় পূরণ করা হয়েছিল এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি স্পষ্ট ফৌজদারি ষড়যন্ত্রও উন্মোচিত হয়েছে, তাই পূর্বোক্ত ফৌজদারি অপরাধকে দেওয়ানি প্রকৃতির বলে ঘোষণা করা স্পষ্টতই কোনও তদন্তের পরিবর্তে ত্রুটিপূর্ণ তদন্তের ফলাফল এবং উক্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি বাতিল করার যোগ্য।

১৪। এরপর আবেদনকারী তদন্তকারী আধিকারিকের কাজ ও কাজের বিরুদ্ধে কলকাতার বিশিষ্ট প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি "নারাজি পিটিশন" দায়ের করেন।

১৫. আবেদনকারী বলেন যে, শেষ পর্যন্ত কলকাতার প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ০৩.০১.২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বলেন যে, তদন্তকারী আধিকারিকের অনুসন্ধানের ফলে মামলাটি দেওয়ানী প্রকৃতির বলে উল্লেখ করে বিষয়টি বন্ধ করে দেওয়া সঠিকভাবে করা হয়েছিল এবং এইভাবে তদন্তে কোনও আপাত ত্রুটি খুঁজে না পেয়ে "নারাজি পিটিশন" প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

১৬। এটি বলা হয়েছে যে ০৩.০১.২০১৯ তারিখে "নারাজী পিটিশন" খারিজ করার সময় বিজ্ঞ প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে তদন্তকারী অফিসার ক্লোজার রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময় বলেছিলেন যে আর্থিক নিয়ম এবং নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়ম দৃশ্যত ঘটেছে, কিন্তু অপরাধমূলক উদ্দেশ্য, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে অপব্যবহার সহ কোনও কাজ দেখানোর কোনও প্রমাণ না থাকায়, একই কারণে বিষয়টি বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট এই সত্যটি বিবেচনা করেনি যে জনসাধারণের অর্থ চেক লেনদেনের মাধ্যমে নয় বরং চেকের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলনের মাধ্যমে নগদ বিতরণ করা হয়েছিল এবং তাই বিপরীত পক্ষ নং ২-কে বিপরীত পক্ষ নং ৩-এর সাথে মিলে অর্থের এই অপব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা উচিত।

১৭. আরও বলা হয়েছে যে, কলকাতার প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট 'নারাজি পিটিশন' প্রত্যাখ্যান করার সময় এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, তদন্তকারী আধিকারিক প্রাসঙ্গিক সময়ের জন্য সোসাইটির নিরীক্ষা প্রতিবেদন, নগদ বই, অ্যাকাউন্টের লেজার বই, আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত সমাজের নীতি ও নির্দেশিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এবং সাধারণ সম্পাদক, নিয়ন্ত্রক ও ট্রেজারার দ্বারা তার সত্য ও সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা পরিচালনা করার নিয়ম এবং তার সমাপ্তি প্রতিবেদনকে চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচনা করে 'নারাজি পিটিশন' প্রত্যাখ্যান করেছেন।

১৮. বিজ্ঞ বিচার আদালত এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, পূর্ববর্তী কাউন্সিলের সময়কাল থেকে স্পষ্টতই বিশ্বাসঘাতকতা এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের একটি প্রাথমিক মামলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কারণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উপরোক্ত বিশাল আর্থিক অনিয়ম প্রকাশিত হয়েছিল এবং তা নিয়ে সংসদে সময়ে সময়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

১৯. কলকাতার বিদ্বান প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট "নারাজি পিটিশন" প্রত্যাখ্যান করার সময় বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে তদন্তকারী কর্মকর্তা কথিতভাবে বিপরীত পক্ষের নং ২ এবং ৩-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে বিষয়টি দেওয়ানি বলে ঘোষণা করে বিষয়টি বন্ধ করে দিয়েছেন।

২০। ২৭.১২.২০১৬ তারিখের অভিযোগে করা অভিযোগগুলি তদন্তকারী অফিসার তার প্রকৃত অভিপ্রায়ে সঠিকভাবে তদন্ত করেনি এবং যেমন বিজ্ঞ প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতার উর্ধ্বতন তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা আরও তদন্তের নির্দেশ দিয়ে "নারাজি পিটিশন" অনুমোদন করা উচিত ছিল বা একটি বিশেষ তদন্তকারী সংস্থা।

২১. আবেদনকারী বলেন যে, দুই অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দেশে যে কাজগুলি সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছিল এবং তদন্তের সময় যে লেনদেনগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তা অবশ্যই একজন সরকারি কর্মচারীর দ্বারা অপরাধমূলক আস্থাভঙ্গের সমতুল্য এবং এইভাবে, মামলাটি একটি চার্জশিটে শেষ হওয়া উচিত ছিল।

২২. আবেদনকারী, এইভাবে, পার্ক স্ট্রিট পুলিশ স্টেশনে জমা দেওয়া এফ. আর. নং ৪০/১৮ তারিখের ২৯.০৬.২০১৮-এর মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি বাতিল করে উচ্চতর তদন্তকারী সংস্থা বা বিশেষ তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা ২০১৬ সালের পার্ক স্ট্রিট পুলিশ স্টেশন মামলা নং ৩১০ হিসাবে দায়ের করা আবেদনকারীর অভিযোগটি পুনরায় তদন্তের জন্য বিরোধী পক্ষ নং ১-কে নির্দেশ দেওয়ার আদেশের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

২৩. বিদ্বান পাবলিক প্রসিকিউটর শ্রী শাশ্বত গোপাল মুখার্জি একটি সংক্ষিপ্ত নোট সহ কেস ডায়েরি রেখেছেন এবং বলেছেন যে এই মামলার তদন্ত আইন অনুসারে এবং এই মামলায় অভিযুক্ত অপরাধগুলি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি অনুপস্থিত থাকায় একটি দেওয়ানি আদালত দ্বারা বিরোধের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২৪। এখানে বিরোধী পক্ষ নং ২, একটি সংক্ষিপ্ত যুক্তি দাখিল করে এবং ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে জানিয়েছে যে যেহেতু এমন কোনও নিরীক্ষা প্রতিবেদন নেই যার উপর ভিত্তি করে অভিযোগকারীর মোট মামলাটি রয়েছে, তাই আবেদনকারী সত্য ব্রতা চক্রবর্তী আবেদনকারীর দ্বারা নিশ্চিত করা ০৫.০৯.২০২৩ তারিখের সম্পূরক হলফনামায় সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাই বর্তমান মামলাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় এবং খরচ সহ খারিজ করা যেতে পারে।

২৫। ০৩.০১.২০১৯ তারিখের সংশোধনের অধীনে আদেশের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে পুনরুত্পাদন করা হয়েছে:-

"এটি বিদ্বান এপিপি দ্বারা বলা হয়েছিল যে কোনও সংস্থার তহবিল ব্যয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা করা নিছক অনিয়মগুলি বিশ্বাসের ফৌজদারি লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য হবে না যদি না এটি দেখানো হয় যে এটি অভিযুক্ত দ্বারা তার নিজের ব্যবহারে রূপান্তরিত হয়েছিল।

সিডি পর্যালোচনার পর, আমি দেখতে পাই যে তদন্ত চলাকালীন, আইও প্রাসঙ্গিক সময়ের জন্য সোসাইটির অডিট রিপোর্ট, ক্যাশ বুক, লেজার বুক অফ অ্যাকাউন্টের পরামর্শ নিয়েছিলেন এবং সোসাইটির আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত নীতি ও নির্দেশিকা এবং সাধারণ সম্পাদক, নিয়ন্ত্রক ও ট্রেজারার কর্তৃক প্রাসঙ্গিক সময়ের মধ্যে প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা পরিচালনাকারী নিয়ম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছিলেন। কাউন্সিলের স্থায়ী অর্থ কমিটির নিয়ন্ত্রক হিসাবে অভিযুক্তের ভূমিকা এবং তার দ্বারা প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা বোঝার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪ক, ৪৩,৪৪,৪৫-এর পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল।প্রবিধান ৫৯ থেকে ৬৫বি-তে বলা হয়েছে যে, সোসাইটির দ্বারা প্রাপ্ত ও প্রদত্ত অর্থ যখন ট্রেজারার দ্বারা পরিচালিত ও পরিচালিত হবে, তখন স্থায়ী অর্থ কমিটি সমস্ত ব্যয় যাচাই-বাছাই ও অনুমোদনের জন্য দায়বদ্ধ ছিল এবং নিয়ন্ত্রক, শুধুমাত্র উক্ত কমিটির একজন কর্মকর্তা হওয়ায়, সেই বিষয়ে কোনও একচেটিয়া ক্ষমতা উপভোগ করেননি।তদন্ত চলাকালীন, নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সাথে পরামর্শ করার পরে, এটি অবশ্যই প্রকাশিত হয়েছিল যে সোসাইটির অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচুর তহবিল প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে বিভিন্ন একাডেমিক কর্মসূচি আয়োজনের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল, এবং ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সমাজের আর্থিক নিয়মের আপাত লঙ্ঘন করে অভিযুক্ত নম্বর ২ দ্বারা প্রদত্ত ভ্রমণ এবং লজিস্টিক ব্যয়ের জন্যও ব্যয় করা হয়েছিল। তবে তদন্তের সময় এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে সমস্ত অর্থ প্রদান চেকের মাধ্যমে করা হয়েছিল এবং কোনও নগদ লেনদেন হয়নি। তদন্তের সময় এমন কোনও উপকরণও প্রকাশিত হয়নি যা দেখায় যে এই অনিয়মিত ব্যয়ের কোনও অংশ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ফৌজদারি অপব্যবহার হয়।

বিশ্বাসের ফৌজদারি লঙ্ঘন গঠনের জন্য, অপব্যবহার করার বা নিজের কাজে রূপান্তরিত করার বা অভিযুক্তের উপর অর্পিত সম্পত্তি নিষ্পত্তি করার একটি অসৎ অভিপ্রায় অবশ্যই থাকতে হবে। তদন্তের সময় সংগৃহীত উপকরণগুলি প্রকাশ করে যে সোসাইটির পক্ষে অভিযুক্ত নং ১ দ্বারা ব্যয় করা ব্যয়গুলি সোসাইটির দ্বারা গৃহীত বিষয়গুলির সাথে যুক্ত ছিল এবং কোনও বহিরাগত উদ্দেশ্যে নয়, তবে এই জাতীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক শৃঙ্খলা নির্ধারণকারী আর্থিক বিধিমালা মেনে চলা হয়নি। আমার দৃষ্টিতে, এই ধরনের আচরণ কোনও ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপের জন্য দায়বদ্ধ করতে পারে, তবে আইনের আদালতের সামনে

ফৌজদারি পদক্ষেপের জন্য খুব কমই যোগ্য হবেন, কারণ একটি ফৌজদারি অপরাধ গঠনের অপরিহার্য উপাদান, একটি "অপব্যবহার করার অসৎ উদ্দেশ্য" আকারে, অভাব বলে মনে হয়।

অতএব, তদন্ত কর্মকর্তা যথাযথভাবে মামলাটি দেওয়ানী প্রকৃতির বলে উল্লেখ করে ক্লোজার রিপোর্ট জমা দিয়েছে।

এইভাবে, তদন্তে কোনো আপাত ঘাটতি খুঁজে না পেয়ে, আমি মনে করি যে এটি এমন একটি মামলা নয় যা ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৭৩(৮) এর অধীনে আরও তদন্তের আদেশের আহ্বান জানায়।

তদনুসারে নারাজির আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা হয়। মামলাটিকে সাদামাটা প্রকৃতির বলে বর্ণনা করা ক্লোজার রিপোর্টটি গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। মামলাটি দায়ের করা হয়।

সাক্ষর/-

প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতা "

২৬. আবেদনকারীর একটি সম্পূরক হলফনামার মাধ্যমে দাখিল করা পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুলিপি থেকে, এটি প্রাথমিকভাবে স্পষ্ট যে সরকারি তহবিল সম্পর্কিত কিছু অসঙ্গতি রয়েছে।

২৭. উল্লিখিত পরিদর্শন প্রতিবেদনে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটও লক্ষ্য করেছেন যে সমাজ/প্রতিষ্ঠানের অর্থবছরের স্পষ্ট লঙ্ঘনে সরকারি তহবিল থেকে ব্যয় করা হয়েছে।

২৮. কিন্তু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিরোধটি দেওয়ানী প্রকৃতির বলে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করায়, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্টির ভিত্তিতে উক্ত প্রতিবেদনটি গ্রহণ করেছেন।

২৯. ভারতীয় দন্ডবিধির ৪০৯ ধারায় বলা হয়েছেঃ-

"৪০৯. **সরকারি কর্মচারী, বা ব্যাংকার, বণিক বা এজেন্টের দ্বারা বিশ্বাসের ফৌজদারি লঙ্ঘন**-যিনি, যে কোন উপায়ে সম্পত্তির উপর অর্পিত, বা কোন সরকারী কর্মচারী হিসাবে বা তার ব্যবসার পদ্ধতিতে

একজন ব্যাংকার, বণিক, ফ্যাক্টর, দালাল, অ্যাটর্নি বা এজেন্ট হিসাবে সম্পত্তির উপর কোন কর্তৃত্ব অর্পণ করেন, সেই সম্পত্তির ব্যাপারে বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন করলে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা দশ বছর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে এমন মেয়াদের জন্য যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং জরিমানাও দিতে হবে।

অপরাধের উপাদান-- ধারা ৪০৯-এর অধীনে অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নিম্নরূপঃ-

(১) অভিযুক্ত একজন সরকারি কর্মচারী, বা একজন ব্যাংকার বা বণিক বা এজেন্ট বা ফ্যাক্টর বা দালাল বা অ্যাটর্নি ছিলেন;

(২) এই ধরনের ক্ষমতায় অভিযুক্তকে নির্দিষ্ট সম্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অথবা সে এমন সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব অর্জন করেছিল যা তার নিজের ছিল না;

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন করেছে।

৩০. এন রাঘবেন্দর বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য,সিবিআই, ২০১০ সালের ৫ নং ফৌজদারি আপিল, ১৩.১২.২০২১-এ সুপ্রিম কোর্ট আদেশ করেছেঃ-

"ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারার অধীনে অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানঃ

৪১. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা কোনও সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকারের দ্বারা তাঁর উপর অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারি বিশ্বাস ভঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত। অভিযুক্ত, কোনও সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার যে সম্পত্তির জন্য যথাযথভাবে দায়বদ্ধ এবং তিনি যে বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন করেছেন তা প্রমাণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপক্ষের। (দেখুনঃ **সদুপতি নাগেশ্বর রাও বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য**, (২০১২) ৮ এস. সি. সি ৫৪৭)।

৪২। সরকারি সম্পত্তির দায়িত্ব অর্পণ এবং ৪০৫ ধারার অধীনে বর্ণিত পদ্ধতিতে অসৎ অপব্যবহার বা তার ব্যবহার আইপিসি-র ৪০৯ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করার জন্য একটি অনিবার্য শর্ত। 'অপরাধমূলক বিশ্বাসঘাতকতা' অভিব্যক্তিটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৫ ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রদান করে যে, যে কেউ যে কোনও উপায়ে সম্পত্তির উপর বা কোনও সম্পত্তির উপর কর্তৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত, অসৎভাবে সেই সম্পত্তির অপব্যবহার বা নিজের ব্যবহারে রূপান্তরিত হয়, বা আইনের বিপরীতে সেই সম্পত্তির অসৎ ব্যবহার বা নিষ্পত্তি করে, বা এ কোনো আইন লঙ্ঘন করে যে মোডের মধ্যে এই ধরনের

ট্রাস্ট ডিসচার্জ করা হবে, বা কোনো আইনি চুক্তি লঙ্ঘন করে, প্রকাশ বা উহ্য, ইত্যাদি বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন করেছে বলে ধরা হবে। তাই, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৫ ধারা আকৃষ্ট করতে, নিম্নলিখিত উপাদানগুলি অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে:

(i) যে কোনও ব্যক্তিকে সম্পত্তির উপর বা সম্পত্তির উপর কোনও আধিপত্য অর্পণ করা;

(ii) সেই ব্যক্তি অসৎভাবে সেই সম্পত্তির অপব্যবহার করেছেন বা নিজের কাজে রূপান্তরিত করেছেন;

(iii) অথবা সেই ব্যক্তি অসৎভাবে সেই সম্পত্তি ব্যবহার বা নিষ্পত্তি করছেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোনও ব্যক্তিকে কষ্ট দিচ্ছেন যাতে আইনের কোনও নির্দেশ বা আইনি চুক্তি লঙ্ঘন করা যায়।

৪৩। এটা মনে রাখা উচিত যে আইপিসি-র ৪০৫ ধারায় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি হল" "অসৎ" "এবং তাই, এটি পুরুষদের অধিকারের অস্তিত্বকে অনুমান করে। অন্য কথায়, কোনও অপব্যবহার ছাড়াই কোনও ব্যক্তির উপর অর্পিত সম্পত্তি কেবল ধরে রাখা ফৌজদারি বিশ্বাস ভঙ্গের আওতায় পড়তে পারে না। যদি না আইন বা চুক্তি লঙ্ঘন করে অভিযুক্তদের দ্বারা কোনও প্রকৃত ব্যবহার না হয়, অসৎ অভিপ্রায় সহ, বিশ্বাসের কোনও ফৌজদারি লঙ্ঘন হয় না। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তিটি হল" "অপব্যবহার" "যার অর্থ একজনের ব্যবহার এবং মালিককে বাদ দেওয়ার জন্য অনুপযুক্তভাবে আলাদা করা।"

৩১. পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত আর্থিক অসঙ্গতিগুলি বিশদভাবে রয়েছে যেখানে প্রাথমিকভাবে দেখানো সামগ্রী রয়েছে যে এটির নিয়ম লঙ্ঘন করে সরকারী তহবিল ব্যবহার করা হয়েছে এবং উল্লিখিত ফলাফলগুলি যথাযথভাবে তদন্ত করতে হবে, যা বর্তমান ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও যথাযথ হয়নি।

৩২। **অনন্ত থানুর কারমুস বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য** মামলায়, ২০২৩ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়ঃ-

"৮। এখন, যতদূর পর্যন্ত সাংবিধানিক আদালতের ক্ষমতা চার্জশিট দাখিলের পরেও আরও তদন্ত/পুনরায় তদন্ত/নতুন তদন্তের নির্দেশ দিন এবং

অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করতে হবেঃ-৮.১ ভারতী তামাং-এর ক্ষেত্রে (উপরে উল্লিখিত), বাবুভাটি বনাম গুজরাট রাজ্যের ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করার পরে, (২০১০) ১২ এস. সি. সি. ২৫৪ (অনুচ্ছেদ ৪০ ও ৪২) এবং রাম জেঠমালানিত বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০১১) ৮ এস. সি. সি. ১-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্ত এবং এই বিষয়ে অন্যান্য সিদ্ধান্ত, শেষ পর্যন্ত যে নীতিগুলি তুলে ধরা হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপঃ –

"৪১. আবেদনকারীর কৌঁসুলির পাশাপাশি উত্তরদাতাদের কৌঁসুলির দ্বারা নির্ভর করা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত থেকে নিম্নলিখিত নীতিগুলি বের করা যেতে পারে।

৪১. ১ প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতার পরীক্ষা তার প্রাসঙ্গিকতার উপর নির্ভর করে।

৪১.২। যদি না কোনও স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা বা অন্য কোনও আইন থাকে, এমনকি কোনও অবৈধ অনুসন্ধান বা বাজেয়াপ্তির ফলস্বরূপ উপস্থাপিত প্রমাণও বন্ধ করার যোগ্য নয়।

৪১. ৩ যদি তদন্ত বা বিচারের ক্ষেত্রে ঘাটতি দৃশ্যমান হয় বা এমন পর্দা তুলে বোঝা যায় যা বাস্তবতা লুকানোর চেষ্টা করে বা সুস্পষ্ট ঘাটতি ঢেকে দেয়, তবে আদালতকে আইনের কাঠামোর মধ্যে যথাযথভাবে লোহার হাত দিয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে।

৪১. ৪ আদালতের মতো প্রসিকিউটরেরও কর্তব্য হল সম্পূর্ণ এবং বস্তুগত তথ্য যাতে নথিভুক্ত করা হয় তা নিশ্চিত করা যাতে ন্যায়বিচারের অপব্যবহার না হয়।

৪১. ৫ ফৌজদারি মামলা যাতে কোনও ঘাটতি ছাড়াই চলে, তা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই আদালত বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করতে পারে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে যথাযথ নির্দেশ দিতে পারে যাতে প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য এবং কার্যকরীভাবে মামলা পরিচালনার জন্য এই ধরনের বিশেষভাবে গঠিত তদন্তকারী দলকে প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা দেওয়া যায়।

৪১.৬. রাষ্ট্রের অন্যান্য উপকরণের সাথে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার দায়িত্ব দেওয়ার সময় বা একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করার সময়, হাইকোর্ট বা এই আদালতও মামলাটির যথাযথ পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের তদন্ত পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

৪১.৭ উপযুক্ত ক্ষেত্রে, এমনকি যদি চার্জশিট দাখিল করা হয়, তবুও এই আদালত বা এমনকি হাইকোর্টের জন্য মামলার তদন্ত সিবিআই বা অন্য কোনও স্বাধীন সংস্থার কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে যাতে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করা যায়।

৪১. ৮ ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে ফৌজদারি বিচারের ব্যর্থতা রোধ করতে এবং প্রয়োজন মনে করলে আদালত নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে।" ৮.২ ধরমপালের (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে, এই বিষয়ে সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করার পরে, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সাংবিধানিক আদালত অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা আরও তদন্ত বা তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে উদ্দেশ্য হল, একটি সুষ্ঠু তদন্ত এবং একটি সুষ্ঠু বিচার হতে হবে। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে নিরপেক্ষ তদন্ত না হলে সুষ্ঠু বিচার বেশ কঠিন হতে পারে।আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, নতুন করে, নতুন করে বা পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা সাংবিধানিক আদালতের হাতে ন্যস্ত থাকায়, কিছু সাক্ষীর বিচার ও পরীক্ষা শুরু করা উক্ত সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাধা হতে পারে না, যা একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত তদন্ত নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। ২৪ ও ২৫ অনুচ্ছেদে এটি পর্যবেক্ষণ ও ধরে রাখার সময় বলা হয়েছেঃ-

“২৪. এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সাংবিধানিক আদালত অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা আরও তদন্ত বা তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে। উদ্দেশ্য হল, একটি সুষ্ঠু তদন্ত এবং একটি সুষ্ঠু বিচার হওয়া উচিত। নিরপেক্ষ তদন্ত না হলে সুষ্ঠু বিচার বেশ কঠিন হতে পারে। আমরা পুরোপুরি সচেতন যে অন্য কোনও সংস্থার দ্বারা আরও তদন্তের নির্দেশ খুব কম সময়ে জারি করতে হবে তবে এই মামলায় বর্ণিত তথ্যগুলি আমাদের উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য করে। আমরা মনে করি যে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য আদেশ দেয় যে ভুক্তভোগীর কারণ, মৃত ব্যক্তির স্বামী, উত্তর দেওয়ার যোগ্য যাতে ন্যায়বিচারের গর্ভপাত এড়ানো যায়। অতএব, এই ক্ষেত্রে মামলার পর্যায়টি নিয়ন্ত্রক ফ্যাক্টর হতে পারে না।

২৫. আমরা আরও স্পষ্ট করে বলতে পারি। সাংবিধানিক আদালতকে নতুন করে তদন্ত বা পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া, বিচার শুরু করা এবং কিছু সাক্ষীর পরীক্ষা করা উক্ত সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও বাধা হতে পারে না, যা একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য। এটি কখনই ভুলে যাওয়া যায় না যে যেহেতু মহা সাগরের একটি মাত্র পরীক্ষা রয়েছে, লবণের পরীক্ষা, তাই ন্যায়বিচারের একটি স্বাদ রয়েছে, কোনও বৈষম্য ছাড়াই মানুষের দুর্দশার জবাব দেওয়ার স্বাদ। আমরা আরও যোগ করতে পারি যে কোনও নাগরিক যদি মনে করে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসের সম্ভাবনা রয়েছে, একজন দরিদ্র মানুষের দ্বারা উচ্চারিত সত্যটি খুব কমই শোনা হয়। অকারণে এটা বলা হয়নি যে সূর্য ওঠে এবং সূর্য অস্ত যায়, আলো

এবং অন্ধকার, শীত এবং বসন্ত আসে এবং যায়, এমনকি সময়ের গতিপথও কৌতুকপূর্ণ কিন্তু সত্য রয়ে যায় এবং যখন ন্যায়বিচার করা হয় তখন জ্বলজ্বল করে। সত্য এবং সত্যকে সমর্থন করা একটি আদালতের কর্তব্য, যার অর্থ প্রতারণার অনুপস্থিতি, জালিয়াতির অনুপস্থিতি এবং ফৌজদারি তদন্তে একটি প্রকৃত ও নিরপেক্ষ তদন্ত, এমন একটি তদন্ত নয় যা নিজেকে একটি ছদ্মবেশী হিসাবে প্রকাশ করে। এটি গ্রহণযোগ্য নয়। এটি সর্বাধিক মনে রাখতে হবে যে নিরপেক্ষ এবং সত্যবাদী তদন্ত অপরিহার্য। তদন্তে যদি ইন্ডেন্টেশন বা অবজ্ঞা থাকে তবে তদন্তে "বিশ্বাস" কে কি গসপেল সত্য হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে? এর কি পবিত্রতা বা বিশুদ্ধতা থাকবে? তদন্ত সম্পর্কে যদি কোনও গুরুতর সন্দেহ দেখা দেয়, তা হলে যদি কোনও সাংবিধানিক আদালত হাত বন্ধ করে এই প্রস্তাব মেনে নেয় যে বিচার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তার বাইরে চলে গেছে। এটি রাষ্ট্রপক্ষের "ট্যুর ডি ফোর্স" এবং আমরা যদি নিজেদেরকে এটি বলতে দিই তবে এটি "ইডি ফিক্স" হয়ে গেছে, তবে আমাদের মতে সাংবিধানিক আদালতের আধিপত্যকে কোনও যুক্তি বা বিতর্কের দ্বারা দমন বা দমিয়ে রাখা যায় না। অবশ্যই, সন্দেহের অবশ্যই কোনও ধরণের ভিত্তি এবং ভিত্তি থাকতে হবে এবং এটি একজনের অযৌক্তিক কল্পনার একটি ধারণা নয়। কেউ মনে করতে পারে যে নিরপেক্ষ তদন্ত একটি নাসিকাঘাত হবে তবে তা না করা সম্ভবপরায়ণ হওয়ার মতো হবে। যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, ঘটনাগুলি স্বতঃসিদ্ধ এবং শোকাহত নায়ক, নিম্ন স্তরের একজন ব্যক্তি। তাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তার এই অনুভূতি পোষণ করা উচিত নয় যে তিনি "আইনের অধীনে অনাথ"।

৩৩। **সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনর মাধ্যমে রাজ্য বনাম হেমেন্দ্র রেড্ডি** ইত্যাদির, ফৌজদারি আপিল নং ..... ২০২৩ সালের (২০১৭ সালের এসএলপি (ফৌজদারি) নং ৭৬২৮-৭৬৩০ থেকে উদ্‌ভূত), ২৮ এপ্রিল, ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত:-

"আরও তদন্ত" এবং "পুনরায় তদন্ত"-এর মধ্যে পার্থক্য

৫১। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে "আরও তদন্ত" এবং "পুনরায় তদন্ত" সম্পূর্ণরূপে একটি ভিন্ন ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। রামচন্দ্রন বনাম আর. উদয়কুমার এবং অন্যান্য (২০০৮) ৫ এস. সি. সি ৪১৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, এই আদালত কে. চন্দ্রশেখর বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্য (১৯৯৮) ৫ এস. সি. সি ২২৩-এ রিপোর্ট করা তার আগের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছে। আমরা অনুচ্ছেদ ৭ এবং ৮ উদ্‌ধৃত করি নিম্নরূপঃ

৭. এই মুহূর্তে আইনের ১৭৩ ধারার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। উপরের ধারার সরল পাঠ থেকে এটা স্পষ্ট যে, আইনের ১৭৩ ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে তদন্ত শেষ হওয়ার পরেও, পুলিশের উপ-ধারা (৮) এর অধীনে আরও তদন্ত করার অধিকার রয়েছে, তবে নতুন করে তদন্ত বা পুনর্বিবেচনা নয়।

এই আদালত কে. কে. চন্দ্রশেখর বনাম কেরালা রাজ্য/(১৯৯৮) ৫ এস. সি. সি. ২২৩:১৯৯৮ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ১২৯১-এ এই বিষয়টি তুলে ধরেছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ২৩৭, অনুচ্ছেদ ২৪) "২৪। অভিধানের অর্থ 'আরও' (যখন একটি বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়) হল 'অতিরিক্ত; আরও; পরিপূরক'। 'আরও' তদন্ত তাই পূর্ববর্তী তদন্তের ধারাবাহিকতা এবং পূর্ববর্তী তদন্তকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলার জন্য নতুন তদন্ত বা পুনর্বিবেচনা শুরু করা নয়।এই উপসংহারে আসার সময় আমরা এই বিষয়টি থেকেও অনুপ্রেরণা নিয়েছি যে, উপ-ধারা (৮)-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আরও তদন্ত শেষ হওয়ার পর তদন্তকারী সংস্থাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি 'আরও' প্রতিবেদন বা প্রতিবেদন পাঠাতে হবে-এবং নতুন প্রতিবেদন বা প্রতিবেদন নয়-এই ধরনের তদন্তের সময় প্রাপ্ত 'আরও' প্রমাণ সম্পর্কে।

৮. উপরে উল্লিখিত আইনের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, পুনর্বিবেচনা বা নতুন তদন্তের জন্য হাইকোর্টের নির্দেশগুলি স্পষ্টভাবে অসমর্থনীয়। অতএব, আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে নতুন তদন্তের পরিবর্তে কোডের ধারা ১৭৩ (৮) এর অধীনে প্রয়োজন হলে আরও তদন্ত করা যেতে পারে। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সিবি সিআইডি দ্বারাও একই কাজ করা যেতে পারে। "আরও তদন্ত" বিষয়ে আইনের অবস্থান।

৭৭। আমরা আমাদের চূড়ান্ত উপসংহারটি নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করতে পারিঃ

(i) ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করার পরেও এবং গৃহীত হওয়ার পরেও তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে এই মামলায় আরও তদন্ত করা জায়েয। অন্য কথায়, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ (২) ধারার অধীনে জমা দেওয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার পরে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ (৮) ধারার অধীনে আরও তদন্ত পরিচালনার বিরুদ্ধে কোনও বাধা নেই।

(ii) ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ (৮) ধারার অধীনে আরও তদন্ত চালানোর আগে চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণকারী আদেশটি পর্যালোচনা, প্রত্যাহার বা বাতিল করার প্রয়োজন নেই।

(iv) আরও তদন্ত কেবল পূর্ববর্তী তদন্তের ধারাবাহিকতা, তাই এটি বলা যায় না যে অভিযুক্তদের দু 'বার তদন্ত করা হচ্ছে। উপরন্তু, তদন্তকে বিচার ও শাস্তির সমতুল্য করা যাবে না যাতে সংবিধানের ২০ অনুচ্ছেদের (২) ধারার আওতায় পড়ে। অতএব, দ্বৈত বিপদের নীতি আরও তদন্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(v)ফৌজদারি কার্যবিধি তে এমন কিছু নেই যা ইঙ্গিত করে যে আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৭৩ (৮) এর অধীনে আরও তদন্তের জন্য একটি আবেদন বিবেচনা করার সময় অভিযুক্তের কথা শুনতে বাধ্য।

৮৪. উপরোক্ত প্রসঙ্গে, আমরা কেবল বলতে পারি যে ফৌজদারি ন্যায়বিচারের সাধারণ নিয়ম হল "একটি অপরাধ কখনই মারা যায় না"। নীতিটি সুপরিচিত উক্তি নালাম টেম্পাস অট লোকাস ইভেন্ট্রিট রেজি-তে প্রতিফলিত হয় (অপরাধীদের বিরুদ্ধে কার্যধারায় সময়ের বিরতি কোনও বাধা নয়)। এটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে ফৌজদারি অপরাধকে রাষ্ট্র এবং সমাজের বিরুদ্ধে ভুল হিসাবে বিবেচনা করা হয় যদিও এটি কোনও ব্যক্তিগত ব্যক্তির বিরুদ্ধে করা হয়েছে। সাধারণত, গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র দ্বারা মামলা শুরু করা হয় এবং কোনও আদালতের কেবল বিলম্বের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করার কোনও ক্ষমতা নেই।আদালতের দ্বারস্থ হতে বিলম্ব করলেই মামলাটি খারিজ করার কোনও ভিত্তি তৈরি হবে না। যদিও চূড়ান্ত রায়ে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে এটি একটি প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি হতে পারে। (দেখুনঃ জাপান্ট সাহু বনাম চন্দ্র শেখর মোহান্তি (২০০৭) ৭ এস. সি. সি ৩৯৪-এ রিপোর্ট করেছেন।)

৮৫. হাসানভাই (উপরে)-এর নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি এই আদালত আরও তদন্তের প্রসঙ্গে করেছেঃ

“১৩. .... যদি আরও তদন্তের প্রয়োজন হয়, তবে আইন দ্বারা নির্ধারিত অবশ্যই তা করা যেতে পারে। নিছক সত্য যে বিচার শেষ করতে আরও বিলম্ব হতে পারে তা আরও তদন্তের পথে দাঁড়ানো উচিত নয় যদি এটি আদালতকে সত্যে পৌঁছাতে এবং বাস্তব এবং সারগর্ভের পাশাপাশি কার্যকর ন্যায়বিচার করতে সহায়তা করে। ...”

৮৬। সুতরাং, ন্যায়বিচার প্রদানের ক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু বিচারের নিশ্চয়তা প্রথম আবশ্যক। [রেফারেন্সঃ পুলিশ কমিশনার, দিল্লি এবং অন্য বনাম রেজিস্ট্রার, দিল্লি হাইকোর্ট, নয়াদিল্লি (১৯৯৬) ৬ এস. সি. সি ৩২৩-এ রিপোর্ট করেছেন] । বিনয় ত্যাগী (উপরে)-তেও সুষ্ঠু তদন্তের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে যেখানে এটি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ

“৪৮. ফৌজদারি আইনশাস্ত্রে "সুষ্ঠু ও যথাযথ তদন্ত" অভিব্যক্তিটির শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য কী? এর একটি দ্বৈত উদ্দেশ্য রয়েছেঃ প্রথমত, তদন্ত অবশ্যই নিরপেক্ষ, সৎ, ন্যায়সঙ্গত এবং আইন অনুসারে হতে হবে; দ্বিতীয়ত, একটি সুষ্ঠু তদন্তের উপর সম্পূর্ণ জোর দিতে হবে উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালতে মামলার সত্য প্রকাশ করা।.....”

৮৭। পূজা পাল বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (২০১৬) ৩ এস. সি. সি ১৩৫-এ রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তের বিষয়েও উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকারগুলি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে "দ্রুত বিচার"-এর সঙ্গে "সুষ্ঠু বিচার"-এর সংমিশ্রণে আলোচনা করা হয়েছিলঃ

"৮৩. একটি" "দ্রুত বিচার" ", যদিও ভারতের সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদে জীবনের মৌলিক অধিকারের সারমর্ম রয়েছে," "সুষ্ঠু বিচার" "ধারণার একটি সহচর রয়েছে, উভয়ই একটি বিচার প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য উপাদান, যা চূড়ান্ত সালিসকারী হিসাবে আদালতের বিচারিক সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। দ্রুত বিচার এবং সুষ্ঠু বিচারের অধিকারের মধ্যে এমন একটি গুণগত পার্থক্য রয়েছে যাতে প্রথমটিকে অস্বীকার করা অভিযুক্তের পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট না হয়, যখন সুষ্ঠু বিচারের আবশ্যিকতার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়।যেহেতু মৌলিকভাবে, ন্যায়বিচার কেবলই করতে হবে না, তবে অবশ্যই করা হয়েছে বলে মনে হতে হবে, কোনও নিরপেক্ষ সংস্থার দ্বারা আরও তদন্ত বা পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেওয়ার জন্য কোনও আদালতের অবশিষ্ট এখতিয়ার, রাজ্য পুলিশ দ্বারা তদন্ত সত্ত্বেও, মূলত প্রয়োগ করতে হবে যদি তদন্তের দায়িত্বে থাকা সংবিধিবদ্ধ সংস্থাটি অকার্যকর বলে মনে হয় বা অনুমান করা হয় বা অনুমান করা হয় যে সে তার কাজগুলি ন্যায্যভাবে, অর্থপূর্ণভাবে এবং ফলপ্রসূভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হচ্ছে না। যেহেতু ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যকে সর্বোচ্চ শাসন করতে হয়, তাই একটি আদালত নিজেকে একজন পদত্যাগকারী এবং অসহায় দর্শক হিসাবে হ্রাস করতে পারে না এবং আপাতদৃষ্টিতে অন্যায্য পরিণতি সহ, একটি ত্রুটিপূর্ণ তদন্তের মুখে, একটি পূর্ববর্তী উপসংহার রেকর্ড করার জন্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করে। ন্যায়বিচার তখন একটি দুর্ঘটনা হয়ে যাবে। যদিও একটি আদালতের যথাযথ, নিরপেক্ষ, নিরপেক্ষ এবং কার্যকর তদন্তের অভাবের সন্তুষ্টি তার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস করে আরও তদন্ত বা পুনর্বিবেচনার নির্দেশের পূর্বশর্ত, চার্জশিট জমা দেওয়া আইফো ফ্যাক্টো বা বিচারের মুলতুবি থাকা কোনওভাবেই নিষিদ্ধ বাধা হতে পারে না। প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিগুলিকে এককভাবে মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করতে হবে যাতে আরও তদন্ত বা পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা যায় যাতে সত্যটি উন্মোচিত হয় এবং পক্ষগুলিকে ন্যায়বিচার দেওয়া যায়। আদালতের প্রধান উদ্বেগ এবং প্রচেষ্টা হল সত্য তথ্যের ভিত্তিতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যা একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সমাধানকৃত এবং উপযুক্ত তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে উদ্ঘাটন করা উচিত।"

(জোর দেওয়া হয়েছে) "

৩৪. আরও তদন্তের ফলে সত্য উন্মোচন করার জন্য আরও প্রমাণ সংগ্রহের দিকে পরিচালিত করে।

৩৫. আরও প্রমাণ সংগ্রহের পাশাপাশি পুনর্বিবেচনার একটি দ্বিতীয় চেহারা এবং ইতিমধ্যে রেকর্ড করা প্রমাণের নতুন মূল্যায়নও রয়েছে (কেস ডায়েরি), একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময় যা এই প্রকৃতির ক্ষেত্রে, একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত তদন্তের জন্য প্রয়োজন।

৩৬. ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত রোমিলা থাপার ও অন্যান্য বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য, রিট পিটিশন (ফৌজদারী) নং ২৬০-এ সুপ্রিম কোর্ট (সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত):-

> "১৯. উচ্চস্বরে এবং কখনও কখনও আবেগময় যুক্তি শেষ হওয়ার পরে, প্রতিটি পক্ষ সমান তীব্রতার সাথে তার মামলা উপস্থাপন করার পরে, বিচারক হিসাবে আমাদের বসে বসে ভাবতে হয়েছে যে কে সঠিক বা মামলার কোনও তৃতীয় পক্ষ আছে কিনা। আবেদনকারীরা অপরাধের তদন্ত করার জন্য এবং মানবাধিকার কর্মীদের ভিন্নমতের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করার জন্য পুনে পুলিশের বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। অন্য পক্ষ সমান তীব্রতার সাথে যুক্তি দিয়েছিল যে পুনে পুলিশ যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা তাদের বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনের জন্য এবং সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক এবং স্বাধীন ছিল। এটি অপরাধের তদন্তের সময় উন্মোচিত কঠিন তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল, যা রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করার অশুভ চক্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করে এবং তথাকথিত মানবাধিকার কর্মীদের দাবি অনুযায়ী মতাদর্শের পার্থক্যের কারণে নয়।
>
> ২০। প্রতিদ্বন্দ্বীর জমা দেওয়ার বিষয়ে আমাদের উদ্বেগজনক বিবেচনা করার পরে এবং উভয় পক্ষের উপস্থাপিত যুক্তি ও নথিগুলি পর্যালোচনার পরে, এই সত্যের সাথে যে এখন চারজন অভিযুক্ত এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে এবং রিট আবেদনকারী হিসাবে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য বলেছে, আমাদের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত বিস্তৃত বিষয়গুলি উত্থাপিত হতে পারেঃ-
>
> (i) নামধারী পাঁচ অভিযুক্তের নির্দেশে তদন্তকারী সংস্থার পরিবর্তন করা উচিত?
>
> (ii) যদি পয়েন্ট (i)-এর উত্তর নেতিবাচক হয়, তবে অভিযুক্তের পরবর্তী বন্ধুর নির্দেশে বা পি. আই. এল-এর আড়ালে একই প্রকৃতির প্রার্থনা কি গ্রহণ করা যেতে পারে?

(iii) উপরের প্রশ্ন সংখ্যা (i) এবং/অথবা (ii)-এর উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, তা হলে আবেদনকারীরা কি বিশেষ তদন্তকারী দল নিয়োগ বা একটি স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা আদালতের তত্ত্বাবধানে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য মামলা করেছেন?

(iv) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কি কেবল তার পরবর্তী বন্ধুর (রিট আবেদনকারী) এই ধারণার ভিত্তিতে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে সে একজন নির্দোষ এবং আইন মেনে চলা ব্যক্তি?

২১. প্রথম পয়েন্টের দিকে ফিরে, আমরা বিবেচনা করছি যে বিষয়টি আর আর সমন্বিত নয়। নর্মদা বাট বনাম গুজরাট রাজ্য এবং ৬৪ অনুচ্ছেদে, এই আদালত পুনর্ব্যক্ত করেছে যে এটি সাধারণ আইন যে তদন্তকারী ১ (২০১১) ৫ এসসিসি ৭৯ এজেন্সি নিয়োগের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কোনও বক্তব্য নেই। উপরন্তু, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কোন তদন্তকারী সংস্থাকে তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের তদন্ত করতে হবে তা বেছে নিতে পারে না। এই সিদ্ধান্তের ৬৪ অনুচ্ছেদে এইভাবে লেখা আছেঃ -

"৬৪. ..... তদন্ত সংস্থা নিয়োগের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কোনো বক্তব্য থাকে না, এটা ত্রিমাত্রিক আইন। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কোন তদন্ত সংস্থাকে তাদের দ্বারা সংঘটিত কথিত অপরাধের তদন্ত করতে হবে তা চয়ন করতে পারে না। (জোর প্রদান করা হয়েছে)

২২। আবার সঞ্জীব রাজেন্দ্র ভট্ট বনাম ভারত সরকার এবং Ors.২ মামলায় আদালত পুনর্ব্যক্ত করে যে, তদন্তের পদ্ধতি বা বিচারের পদ্ধতি সম্পর্কে অভিযুক্তের কোনও অধিকার নেই। এই রায়ের ৬৮ অনুচ্ছেদে এইভাবে লেখা হয়েছেঃ

"৬৮। অভিযুক্তের তদন্ত পদ্ধতি বা মামলা চালানোর পদ্ধতি সম্পর্কে কোনও অধিকার নেই। একই আইন এই আদালত দ্বারা **ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম ডব্লিউ. এন. চাড্ডা ৩, মায়াবতী বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ৪, দিনুভাই বোঘাভাই সোলাঙ্কি বনাম গুজরাট রাজ্য ৫, সি. বি. আই বনাম রাজেশ গান্ধী ৬, কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বনাম সেল ৭ এবং জনতা দল বনাম এইচ. এস. চৌধুরী।** ৮ "

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৩. সম্প্রতি, ই. স্বকুমার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য ৯ মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার হাইকোর্টের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে "অভিযুক্ত" দ্বারা দায়ের করা আপিলের শুনানি করার সময়, ১০ অনুচ্ছেদে মন্তব্য করেছেঃ

"১০. আবেদনকারীর দ্বারা অনুরোধ করা দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে, আমরা দেখতে পাই যে এই দিকটিও বিতর্কিত রায়ে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। বিতর্কিত রায়ের ১২৯ অনুচ্ছেদে, দীনূভাই বোঘাভাই সোলাঙ্কি বনাম গুজরাট রাজ্যের উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য একটি রিট পিটিশনে অভিযুক্ত অবশ্যই শুনানির সুযোগের অধিকারী ছিল না। রিলায়েন্সকে নরেন্দর জি গোয়েল বনাম মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যেও রাখা হয়েছে। বিশেষত, রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তের ১১ অনুচ্ছেদে যেখানে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে তদন্তের পর্যায়ে অভিযুক্তের শুনানি করার কোনও অধিকার নেই।বর্তমান মামলার অদ্ভুত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত তদন্তটি সিবিআই-কে হস্তান্তর করার মাধ্যমে, আবেদনকারীকে রিট পিটিশনে বা সেই বিষয়ে পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয়টি আমাদের মতে কোনও কাজে আসবে না। এটি কোনওভাবেই বিতর্কিত রায়কে বাতিল হিসাবে চিহ্নিত করার ভিত্তি হতে পারে না।"

২৪. ডিভাইন রিট্রিট সেন্টার বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্য ১২-এর মামলায় এই উচ্চ আদালত বলেছে যে ৯ (২০১৮) ৭ এস. সি. সি. ৩৬৫ ১০ সুপ্রা @ফুটনোট ৫ ১১ (২০০৯) ৬ এস. সি. সি. ৬৫ ১২ (২০০৮) ৩ এস. সি. সি. ৫৪২ আদালত তার অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করে মধ্যপ্রবাহে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পরিবর্তন করতে পারে না এবং যে কোনও ভিত্তিতে কোনও অপরাধের তদন্তের জন্য নিজের পছন্দের তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারে না। আদালত স্পষ্টভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে অভিযুক্ত বা অভিযোগকারী বা তথ্যদাতা কেউই সেই অপরাধের তদন্তের জন্য তাদের নিজস্ব তদন্তকারী সংস্থা বেছে নেওয়ার অধিকারী নয় যেখানে তারা আগ্রহী।আদালত তখন স্পষ্ট করে বলে যে, হাইকোর্ট সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সর্বদা ক্ষুব্ধ ব্যক্তির প্ররোচনায় যথাযথ নির্দেশনা জারি করতে পারে যদি হাইকোর্ট নিশ্চিত হয় যে তদন্তের ক্ষমতা তদন্তকারী আধিকারিক দ্বারা খারাপভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

২৫। যাই হোক না কেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষা কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য ১৩ উক্ত সিদ্ধান্তের ৭০ অনুচ্ছেদে, সংবিধান বেঞ্চ এইভাবে মন্তব্য করেছেঃ

৭০. মামলাটি শেষ করার আগে, আমরা জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে, সংবিধানের ৩২ ১৩ (২০১০) ৩ এসসিসি ৫৭১ এবং ২২৬ ধারা অনুসারে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদান করা সত্ত্বেও, যেকোনো আদেশ প্রদানের সময়, আদালতকে এই 'সাংবিধানিক ক্ষমতা' প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু স্ব-আরোপিত সীমাবদ্ধতা মনে রাখতে হবে। উক্ত ধারাগুলির অধীনে ক্ষমতার প্রাচুর্যের জন্যই এর প্রয়োগে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কোনও মামলায় তদন্ত পরিচালনার জন্য সিবিআইকে নির্দেশ দেওয়ার প্রশ্নে, যদিও এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য কোনও অনমনীয় নির্দেশিকা নির্ধারণ করা যায় না, তবে বারবার এটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে এই ধরনের আদেশ নিয়মিত বিষয় হিসাবে বা কেবল কোনও পক্ষ স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করেছে বলেই দেওয়া উচিত নয়। এই অসাধারণ ক্ষমতা অবশ্যই সংযতভাবে, সতর্কতার সাথে এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হবে যেখানে তদন্তের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা এবং আস্থা অর্জন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে অথবা যেখানে ঘটনার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভাব থাকতে পারে অথবা যেখানে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার এবং মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য এই ধরনের আদেশের প্রয়োজন হতে পারে। অন্যথায়, সিবিআই বিপুল সংখ্যক মামলায় এবং সীমিত সম্পদে প্লাবিত হবে, এমনকি গুরুতর মামলাগুলিও সঠিকভাবে তদন্ত করা কঠিন হয়ে পড়বে এবং এই প্রক্রিয়ায় অসন্তোষজনক তদন্তের মাধ্যমে তার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং উদ্দেশ্য হারাতে পারে।

২৭. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এটি স্পষ্ট যে এই আদালতের ধারাবাহিক দৃষ্টিভঙ্গি হল যে অভিযুক্তরা তদন্তকারী সংস্থা পরিবর্তন করতে বা আদালতের তত্ত্বাবধানে তদন্ত সহ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তদন্ত করতে বলতে পারে না। রিট পিটিশনে দাবি করা প্রথম দুটি সংশোধিত প্রতিকার, যদি অভিযুক্তরা নিজেরাই করে থাকে, তবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। বর্তমান মামলায়, মূল রিট পিটিশনটি সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের বান্ধব বলে দাবি করা ব্যক্তিদের দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল (এএল ৬ থেকে এ ২০ ও)। তাঁদের মধ্যে সুধা ভরদ্বাজ (এ১৯), ভারভারা রাও (এ১১৬), অরুণ ফেরেইরা (এ১৮) এবং ভার্নন গনজালভেস (এ১১৭) স্বাক্ষরিত বিবৃতি দাখিল করে অনুরোধ করেছেন যে বিষয় রিট পিটিশনে দাবি করা ত্রাণগুলি তাদের রিট পিটিশন হিসাবে বিবেচিত হবে। সেই আবেদনটি অনুমোদিত হওয়ার যোগ্য কারণ অভিযুক্তরা নিজেরাই এই আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং রাষ্ট্রের দ্বারা উত্থাপিত প্রাথমিক আপত্তির প্রেক্ষাপটে যে রিট আবেদনকারীরা তদন্তাধীন অপরাধের জন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল এবং তাদের অনুরোধে রিট পিটিশনটি রক্ষণযোগ্য ছিল না।অতএব, আমরা ধরে নেব যে রিট পিটিশনটি এখন অভিযুক্তরা নিজেরাই অনুসরণ করছে এবং একবার তারা নিজেরাই আবেদনকারী হয়ে গেলে, পরবর্তী বন্ধুর তাদের কারণকে সমর্থন করার জন্য প্রতিকার অনুসরণ করার প্রশ্নটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। পরবর্তী বন্ধু ক্ষতিগ্রস্ত অভিযুক্তের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন চালিয়ে যেতে পারবেন যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত আইনি প্রতিকার গ্রহণের অবস্থানে বা অক্ষম থাকেন এবং অন্যথায় নাও পারেন।

৩০. আমরা রাষ্ট্রের যুক্তিতে জোর পাচ্ছি যে তদন্তকারী সংস্থা পরিবর্তনের আবেদনটি হালকাভাবে মোকাবিলা করা যায় না এবং আদালতকে অবশ্যই সেই ক্ষমতাটি সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। ফলস্বরূপ, আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি নিতে কোনও দ্বিধা নেই যে অভিযুক্তের পরবর্তী বন্ধুর অনুরোধে স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থায় তদন্ত স্থানান্তর বা আদালতের তত্ত্বাবধানে তদন্তের জন্য রিট পিটিশনটি গ্রহণ করা যায় না, জনস্বার্থ মামলা হিসাবে অনেক কম।

৩৭. উল্লিখিত রায়টি ২০১৭ সালের ১৬.১০.২০১৯ তারিখে ভিনুভাই হরিভাই মালভিয়া বনাম গুজরাট রাজ্যের ৪৭৮-৪৭৯ নম্বরে মূল আপীলে উল্লেখ করা হয়েছিল, যেখানে একটি তিন বিচারপতির বেঞ্চ আদেশ করেছিল:-

"৯, এই ক্ষেত্রে আইনের যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল, পুলিশ কর্তৃক চার্জশিট দাখিল করার পরে, ম্যাজিস্ট্রেটের আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা, এবং যদি তাই হয়, ফৌজদারি কার্যধারার কোন পর্যায় পর্যন্ত।

৩৮. যাইহোক, এই রায়গুলিতে বর্ণিত নীতিগুলি সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাপূর্বক চিন্তাভাবনা করার পরে, আমরা মনে করি যে ম্যাজিস্ট্রেট যার সামনে কোডের ১৭৩ (২) ধারার অধীনে একটি প্রতিবেদন দায়ের করা হয়েছে, তিনি "আরও তদন্ত" নির্দেশ করার জন্য আইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং পুলিশকে আরও বা একটি সম্পূরক প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। ভগবন্ত সিংয়ের মামলায় এই আদালতের তিন বিচারকের বেঞ্চ [ভগবন্ত সিং বনাম পুলিশের কমিশনার, (১৯৮৫) ২ এসসিসি ৫৩৭:১৯৮৫ এসসিসি (সিআরআই) ২৬৭], কোনও অনিশ্চিত শর্তে, সেই নীতিটি পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে উল্লেখ করেছে।

৪০। বিধির বিধান এবং পূর্বনির্ধারিত বিভিন্ন রায় বিশ্লেষণ করার পর, আমরা কোডের ধারা ১৭৩ (৮) এবং ধারা ১৫৬ (৩)-এর সঙ্গে পঠিত ধারা ১৭৩ (২)-এর পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করবঃ

৪০.১। পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শুরু হওয়া মামলায় ম্যাজিস্ট্রেটের "পুনর্বিবেচনা" বা "নতুন তদন্ত" (ডি নভো) করার কোনও ক্ষমতা নেই।

৪০.২ বিধির ১৭৩ (৬) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করার পরে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের "আরও তদন্তের" নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

৪০.৩ উপরের উপ-অনুচ্ছেদ ৪০.২-এ প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি ভগবন্ত সিং মামলায় [ভগবন্ত সিং বনাম পুলিশ কমিশনার, (১৯৮৫) ২ এস. সি. সি ৫৩৭:১৯৮৫ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ২৬৭] তিন বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা বর্ণিত আইনের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এইভাবে নজিরের মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪০.৪। বিধির স্কিম বা এর মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট বিধান ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা এই ধরনের এখতিয়ার প্রয়োগকে বাধা দেয় না। ধারা ১৭৩ (২)-এর ভাষা এতটা সীমাবদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না যে ম্যাজিস্ট্রেটকে এই ধরনের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা যায়, বিশেষ করে ধারা ১৫৬ (৩)-এর বিধান এবং ধারা ১৭৩ (৮)-এর ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের ক্ষমতা ধারা ৭৩ (৮)-এর ভাষায় পড়তে হবে।

৪০. ৫ বিধিটি একটি পদ্ধতিগত নথি, সুতরাং, এটিকে অবশ্যই এমন একটি নির্মাণ গ্রহণ করতে হবে যা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায়। এটি যুক্তিসঙ্গত নয় যে আইনসভা একটি প্রতিবেদন দাখিল করার পরেও পুলিশকে আরও তদন্তের ক্ষমতা প্রদান করেছিল, তবে আদালতের ক্ষমতা এতটাই হ্রাস করার উদ্দেশ্যে যে মামলার তথ্য এবং ন্যায়বিচারের শেষ দাবি করা হলেও আদালত এখনও তদন্তকারী সংস্থাকে আরও তদন্ত করার নির্দেশ দিতে পারে না যা সে নিজেই করতে পারে।

৪০.৬. "আরও তদন্ত" চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করার জন্য পুলিশকে আদালতের অনুমতি নিতে হয়। এই পদ্ধতিটি এই আদালত দ্বারা বেশ কয়েকটি রায়ে অনুমোদিত হয়েছে। এটি বর্তমান মামলায় আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিচ্ছি তা সমর্থন করবে।

XXX XXX

৪৮. ফৌজদারি আইনশাস্ত্রে "সুষ্ঠু ও যথাযথ তদন্ত" শব্দটির মূল লক্ষ্য বা তাৎপর্য কী? এর দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে: প্রথমত, তদন্ত অবশ্যই নিরপেক্ষ, সৎ, ন্যায্য এবং আইন অনুসারে হতে হবে; দ্বিতীয়ত, একটি সুষ্ঠু তদন্তের উপর সম্পূর্ণ জোর দেওয়া উচিত উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালতের সামনে মামলার সত্যতা প্রকাশ করা। সুষ্ঠু তদন্তের এই দুটি দৃষ্টান্ত পূরণ হয়ে গেলে, আদালতের তদন্তে হস্তক্ষেপ করার, সেটি বাতিল করার বা অন্য কোনও সংস্থার কাছে স্থানান্তর করার ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা থাকবে। আইন অনুসারে ন্যায্য এবং তদন্তমূলক উপায়ে সত্য প্রকাশ করা মূলত একটি অন্যায্য, কলঙ্কিত তদন্ত বা মিথ্যা জড়িত মামলার ভিত্তিকে প্রতিহত করবে। সুতরাং, তদন্তের ভাগ্য সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট আদেশ প্রদান করা আইন আদালতের পক্ষে অনিবার্য, যা তার মতে অন্যায্য, কলঙ্কিত এবং তদন্তমূলক নীতির প্রতিষ্ঠিত নীতি লঙ্ঘন।

৪৯. এখন, আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক পরীক্ষা করতে পারি যা হল ১৭৩ (৮) ধারার বিধানগুলি আদালত এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলি কীভাবে বুঝতে পেরেছে এবং প্রয়োগ করেছে। এটা সত্য যে কোডের ১৭৩ (৮) ধারার বিধানগুলিতে "আরও তদন্ত" করার বা আদালতের অনুমতি নিয়ে সম্পূরক প্রতিবেদন দাখিল করার কোনও নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও তদন্তকারী সংস্থাগুলি কেবল "আরও তদন্ত" পরিচালনা এবং আদালতের অনুমতি নিয়ে "সম্পূরক প্রতিবেদন" দাখিল করার জন্য আদালতের অনুমতি নেওয়ার আইনি অনুশীলন হিসাবে এটি বুঝতে পেরেছে। আদালতগুলি কিছু সিদ্ধান্তে একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে।"আরও তদন্ত" পরিচালনা এবং/অথবা একটি "সম্পূরক প্রতিবেদন" দাখিল করার জন্য আদালতের পূর্ব অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা পড়তে হবে, এবং কোডের ১৭৩ (৮) ধারার বিধানগুলির একটি প্রয়োজনীয় নিহিতার্থ। সমসাময়িক এক্সপোজিটিওর মতবাদটি এই ধরনের ব্যাখ্যার সহায়তায় সম্পূর্ণরূপে আসবে কারণ যে বিষয়গুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয় এবং আইন দ্বারা সমর্থিত এমন অনুশীলনকে ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

৫০. এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন করা যেতে পারেঃ প্রথমত, পূর্বসূরী মতবাদের মাধ্যমে, যেমনটি পূর্বে লক্ষ্য করা হয়েছিল, যেহেতু প্রায়শই আদালত এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে এবং দ্বিতীয়ত, তদন্তকারী সংস্থাগুলি যারা এই নীতিটি বুঝতে পেরেছে এবং প্রয়োগ করেছে। যে বিষয়গুলি একটি আইনি অনুশীলন হিসাবে বোঝা যায় এবং প্রয়োগ করা হয় এবং আইনের মৌলিক নিয়মের বিরোধিতা করে না সেগুলি ভাল অনুশীলন হবে এবং সমসাময়িক প্রকাশের মতবাদের সাহায্যে এই ধরনের ব্যাখ্যা অনুমোদিত হবে। অন্যথায়, আদালতের এই ধরনের অনুমতি চাওয়া ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণ করবে এবং সন্দেহভাজন/অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদান করবে।

৫১। আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে কোডের ১৭৩ (২) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে "আরও তদন্ত" নির্দেশ করার জন্য বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার উপর কোনও নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই। অন্য কোনও পদ্ধতি বা ব্যাখ্যা ধারা ১৭৩ (৮)-এর ভাষা এবং ফৌজদারি ন্যায়বিচারের যথাযথ প্রশাসনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য কোডের পরিকল্পনার সাথে সাংঘর্ষিক হবে। ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের নিষ্পত্তিকৃত নীতিগুলি এই ধরনের পদ্ধতিকে সমর্থন করবে, বিশেষ করে যখন

বিধির ১৯০ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, ম্যাজিস্ট্রেট একটি অপরাধের বিচার করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। ম্যাজিস্ট্রেটকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে রেকর্ড এবং উপস্থাপিত নথির ভিত্তিতে কোনও অপরাধ করা হয়েছে কি না, এবং যদি তৈরি করা হয়, উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালতে মামলাটি দায়ের করা বা নিজে বিচারের সাথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কী আইন গ্রহণ করা উচিত। অন্য কথায়, ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারিক বিবেককে আইনের নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক তাঁর সামনে রাখা নথি এবং রেকর্ডের প্রসঙ্গে সন্তুষ্ট হতে হবে।এটি ন্যায়বিচারের উপহাস হবে, যদি আদালতকে তার সন্দেহ দূর করার জন্য "আরও তদন্ত" করার অনুমতি দেওয়া না যায় এবং তদন্তকারী সংস্থাকে তার চার্জশিট আরও প্রমাণ করার নির্দেশ দেওয়া না যায়। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালতে আরও কার্যধারা শুরু করার পূর্বশর্ত। ম্যাজিস্ট্রেটকে "আরও তদন্তের" নির্দেশ দেওয়া উচিত কিনা তা আবার এমন একটি বিষয় যা প্রদত্ত মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করবে। জ্ঞানী ম্যাজিস্ট্রেট বা উপযুক্ত এখতিয়ারের উচ্চতর আদালত কোনও গুয়েন মামলার তথ্যের উপর "আরও তদন্ত" বা "পুনরায় তদন্ত" করার নির্দেশ দেবে।যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট কেবল আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন, সেখানে উচ্চতর এখতিয়ারের আদালতগুলি প্রদত্ত মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে আরও তদন্ত বা এমনকি নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে। এটি আদালতের নির্দিষ্ট আদেশ হবে যা তদন্তের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে। এই বিষয়ে, আমরা স্বানমূর্তি বনাম রাজ্য/(২০১০) ১২ এসসিসি ২৯: (২০১১) ১ এসসিসি (সিআরআই) ২৯৫/]-এ এই আদালতের করা পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করতে পারি।

৩৪. এই আদালতের ৫ জন বিদ্বান বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের সামনে এই প্রশ্ন ছিল যে, কোন পরিস্থিতিতে ৩১৯ ধারার অধীনে কোনও ব্যক্তিকে ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হিসাবে যুক্ত করার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে। উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়, এই আদালত প্রথমে সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে সাংবিধানিক আদেশকে নিম্নরূপ বলে উল্লেখ করেছেঃ

৮. ভারতের সংবিধানের ২০ এবং ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে সাংবিধানিক আদেশ একটি সুষ্ঠু এবং কার্যকর বিচার নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত বিধান করে ন্যায়বিচারের মসৃণ প্রশাসনের জন্য একটি সুরক্ষামূলক ছাতা প্রদান করে যাতে অপরাধের বিচারের জন্য আইন প্রণয়ন করার পর আসামি পক্ষপাতিত্ব না করে কিন্তু একই সাথে

অপরাধীরা যাতে আইনের খপ্পর থেকে রেহাই না পায় তা নিশ্চিত করার জন্য ভুক্তভোগীদের এবং বৃহত্তর সমাজকে সমান সুরক্ষা দেয়। আদালতের ক্ষমতায়নের জন্য যাতে ন্যায়বিচারের ফৌজদারি প্রশাসন সঠিকভাবে কাজ করে তা নিশ্চিত করার জন্য, আইনটিকে যথাযথভাবে সংহিতাবদ্ধ করা হয়েছিল এবং সিআরপিসির অধীনে আইনসভা দ্বারা সংশোধন করা হয়েছিল যাতে আদালতগুলি শেষ পর্যন্ত সত্য খুঁজে বের করতে পারে যাতে একজন নির্দোষকে শাস্তি না দেওয়া হয় তবে একই সাথে দোষীদের আইনের আওতায় আনা হয়।সংবিধান এবং আমাদের আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত এই আদর্শগুলিই বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করেছে, যার মাধ্যমে প্রকৃত সত্য খুঁজে বের করার জন্য এবং দোষীদের যাতে শাস্তি না দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করার জন্য উদ্ভাবনী পদ্ধতি এবং প্রগতিশীল সরঞ্জামগুলি জাল করা হয়েছে।"৩৪ অনুচ্ছেদে, এই আদালত ভারতের কমন কজ (১৯৯৬) ৬ এস. সি. সি ৭৭৫-এ অ্যাডভার্ট করেছে এবং যখন দায়রা আদালতে বিচার করা হয়, ওয়ারেন্ট-মামলাগুলির বিচার এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা এস-সামন্স-মামলাগুলির বিচার শুরু বলে বলা যেতে পারে, নিম্নরূপঃ

"৩৪. কমন কজ বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া [(১৯৯৬) ৬ এস. সি. সি. ৭৭৫:১৯৯৭ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৪২: এ. আই. আর. ১৯৯৭ এস. সি. ১৫৩৯] মামলায়, এই আদালত বিষয়টি বিবেচনা করার সময় বলেছিলঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৭৭৬, অনুচ্ছেদ ১) "১। (i) দায়রা আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মামলাগুলিতে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ধারা ২২৮-এর অধীনে অভিযোগ গঠন করা হলে বিচার শুরু হয়েছে বলে মনে করা হবে।

(ii) ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা ওয়ারেন্ট মামলার বিচারের ক্ষেত্রে যদি পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মামলাগুলি দায়ের করা হয় তবে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ২৪০ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন করা হলে বিচার শুরু হয়েছে বলে মনে করা হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা ওয়ারেন্ট মামলার বিচারের ক্ষেত্রে যখন পুলিশ প্রতিবেদন ব্যতীত অন্য মামলা দায়ের করা হয় তখন ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৫৩-এর ২৪৬ ধারার অধীনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হলে এই ধরনের বিচার শুরু হয়েছে বলে মনে করা হবে।

(iii)ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা সমন মামলার বিচারের ক্ষেত্রে বিচার শুরু হয়েছে বলে বিবেচিত হবে যখন আসামিদের হাজির করা হবে বা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হবে ধারা ২৫১ এর অধীনে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তারা দোষী সাব্যস্ত করেছে বা কোন আত্মপক্ষ সমর্থন আছে কিনা।" (জোর প্রদান করা হয়েছে) আদালত তখন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে:

"৩৮. উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, আইনটি সংক্ষেপে এইভাবে বলা যেতে পারে যে "বিচার" বলতে একজন ব্যক্তির অপরাধ বা নির্দোষতার বিচারের বিষয়গুলি নির্ধারণ করা বোঝায়, তাই ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে মামলা কী তা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং কেবল অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে আদালত তাকে সেই বিষয়ে অবহিত করে, "বিচার" কেবল অভিযোগ গঠনের পরেই শুরু হয়। সুতরাং, আমরা আদালতের এই মতামতকে সমর্থন করি না যে একটি ফৌজদারি মামলায়, বিচার শুরু হয় বিচারের সময়।

৩৫। রায়ের ৩৯ অনুচ্ছেদে তখন ফৌজদারি মামলার "তদন্ত" পর্যায়কে নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ

৩৯. ধারা ২ (ছ) সিআরপিসি এবং উপরে উল্লিখিত মামলা আইন, তাই, স্পষ্টভাবে বিচারের প্রকৃত শুরুর আগে তদন্তের পরিকল্পনা করে এবং ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত দ্বারা সিআরপিসির অধীনে পরিচালিত একটি আইন।

অতএব, "তদন্ত" শব্দটি তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা মামলার তদন্ত সম্পর্কিত কোনও তদন্ত নয়, বরং চার্জশিট দাখিলের বিষয়ে মামলাটি আদালতের নজরে আনার পরে একটি তদন্ত। আদালত এরপরে তদন্ত করতে এগিয়ে যেতে পারে এবং এই কারণেই প্রকৃত বিচার ব্যতীত অন্য কিছু বোঝাতে তদন্ত দেওয়া হয়েছে। "তদন্ত" এবং "বিচার" এর মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য ৫৪ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ দেওয়া হয়েছেঃ

"৫৪. আমাদের মতে, তদন্তের পর্যায়ে কোনও প্রমাণ তার কঠোর আইনি অর্থে বিবেচনা করা হয় না, এবং আইনসভাও তার বিষয়ে চিন্তা করতে পারে না কারণ প্রমাণের পর্যায়ে এখনও আসেনি। আদালতের সামনে একমাত্র প্রস্তাবনা হল প্রসিকিউশন কর্তৃক সংগৃহীত উপাদান এবং এই পর্যায়ে আদালত প্রাথমিকভাবে তার মন প্রয়োগ করে জানতে পারে যে কোনও ব্যক্তি, যিনি অভিযুক্ত হতে পারেন, তাকে ভুলভাবে অভিযোগ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে কিনা, নাকি প্রসিকিউশন সংস্থাগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিয়েছে। তদন্তকারী এবং প্রসিকিউশন সংস্থাগুলি বিচারের যোগ্য ব্যক্তিদের আদালতে হাজির করার ক্ষেত্রে ন্যায্যভাবে কাজ করেছে এবং কোনও ব্যক্তিকে যখন তাদের বিচার করা উচিত ছিল তখন ইচ্ছাকৃতভাবে রক্ষা করা থেকে বিরত রাখার জন্য এটি আরও প্রয়োজনীয়। বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা জাগানোর জন্য এটি প্রয়োজনীয় যেখানে আদালতকে তদন্তের পর্যায়েও এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া উচিত এবং এই কারণেই আইনসভা সচেতনভাবে পৃথক শব্দ ব্যবহার করেছে, যেমন তদন্ত বা বিচার ধারা 319 অনুসারে।

৩৬. উপরোক্ত রায় সত্ত্বেও, সাম্প্রতিক তিনটি রায়ে কিছু অসঙ্গতিপূর্ণ নোট প্রকাশ করা হয়েছে। অমৃতভাই শম্ভুভাই প্যাটেল বনাম সুমনভাই কান্তিবাই প্যাটেল (২০১৭) ৪ এসসিসি ১৭৭ মামলায়, মামলার তথ্যের ভিত্তিতে, আপিলকারী/তথ্যদাতা মামলার চূড়ান্ত পর্যায়ে বিবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের অনেক পরে, ট্রায়াল কোর্টের কাছে ধারা ১৭৩(৮) এর অধীনে পুলিশ কর্তৃক আরও তদন্তের জন্য নির্দেশনা চেয়েছিলেন।

আদালত তার চূড়ান্ত উপসংহারে সঠিক ছিল যে, একবার অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরু হলে, অপরাধের তদন্ত বা তদন্তের পর্যায় শেষ হয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ অপরাধের আর কোনও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই সহজ সত্যের উপর তার রায়কে বিশ্রাম দেওয়ার পরিবর্তে, এই আদালত ২৯ থেকে ৩৪ অনুচ্ছেদ থেকে এই আদালতের আগের কিছু রায়কে পুনরুজ্জীবিত করেছে, যেখানে একটি দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছিল যে ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা আর কোনও তদন্তের আদেশ দেওয়া যাবে না, যেখানে বিচার গ্রহণের পরে, অভিযুক্তরা জারি করা প্রক্রিয়া অনুসরণে উপস্থিত হয়েছিল। বিশেষত, দেবরপল্লী লক্ষ্মীনারায়ণ রেড্ডি (উপরে) আদালত দ্বারা দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছিলেন। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে কীভাবে এই রায়টি সিআরপিসির ধারা ২ (য)-এর "তদন্ত"-এর সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্য না রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং তাই এই দিকটি সঠিকভাবে আইন হিসাবে স্থাপন করার উপর নির্ভর করা যায় না। আদালত তাই উপসংহারে পৌঁছেছেঃ

“৪৯. আইনের ১৭৩ (৮) ধারার পরিধি ও উদ্দেশ্য এবং তার ব্যাখ্যার ধারাবাহিক প্রবণতা সম্পর্কে এই আদালতের ঘোষণাগুলির সামগ্রিক সমীক্ষার ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যদিও সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থাকে আদালতকে অবহিত করার পরে আরও তদন্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যার আগে এটি তার প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল এবং তার অনুমোদন পেয়েছিল, তবে পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্বীকৃতি নেওয়ার পরে বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এ জাতীয় কোনও ক্ষমতা উপলব্ধ নেই, প্রক্রিয়া জারি করা হয়েছে এবং অভিযুক্ত তার প্রতিক্রিয়ায় উপস্থিত হয়েছে। সেই পর্যায়ে, বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট কেউই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে উপস্থিত হননি।অথবা অভিযোগকারী/তথ্যদাতার দায়ের করা আবেদনেও পরবর্তী তদন্তের নির্দেশ দেওয়া যাবে না। এই ধরনের একটি পথ শুধুমাত্র তদন্তকারী সংস্থার অনুরোধে খোলা থাকবে এবং তাও, এমন পরিস্থিতিতে যা কেবল নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করার জন্য বস্তুগত প্রমাণ সনাক্তকরণের উপর আরও তদন্তের নিশ্চয়তা দেয়, হাতে থাকা বিচারের জীবনের উদ্দেশ্য।

৫০। কোডের ১৭৩ ধারার অসংশোধিত এবং সংশোধিত উপ-ধারা (৮) যদি সংমিশ্রণে পড়া হয়, তবে তা অপ্রতিরোধ্যভাবে প্রমাণ করবে যে, পরেরটির দ্বারা, শুধুমাত্র তদন্তকারী সংস্থা/আধিকারিককে কার্যধারার পর্যায়কে সীমাবদ্ধ না করে আরও তদন্ত করার জন্য অনুমোদিত করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা/কর্মকর্তার কাছে এই ক্ষমতা আইনগতভাবে কার্যধারার যে কোনও পর্যায়ে

উপলব্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। আইন কমিশনের ৪১তম প্রতিবেদনে যে সুপারিশটি স্পষ্টভাবে সংশোধনের সূচনা করেছিল, তা উল্লেখযোগ্যভাবে শুধুমাত্র তদন্তকারী সংস্থার ক্ষমতায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

৫১। এর বিপরীতে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬,১৯০,২০০,২০২ এবং ২০৪ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা এবং তদন্ত পরিচালনা, বিচার গ্রহণ, অভিযোগ গঠন ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁর জন্য উন্মুক্ত কোর্স। যদিও ম্যাজিস্ট্রেটের অভিযোগপত্র বা ক্লোজার রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরেও প্রাক-বিচার পর্যায়ে ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে তদন্ত পরিচালনা করার ক্ষমতা রয়েছে, একবার বিচার গ্রহণ করা হলে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তার অনুসরণে উপস্থিত হলে, তিনি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আরও তদন্ত পরিচালনা করার বা অভিযোগকারী/তথ্যদাতার অনুরোধ বা অনুরোধের ভিত্তিতে কাজ করার কোনও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবেন।ধারা ২০২-এর অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা তদন্তের নির্দেশ, যদিও একটি অভিযোগ বিবেচনা করার পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে, তবে শুরু করা কার্যধারাটি আরও এগিয়ে নেওয়া উচিত কিনা তা নিয়ে সন্তুষ্টি অর্জন করা তদন্তের প্রকৃতির। তদন্তের জন্য এই ধরনের নির্দেশনা পরবর্তী তদন্তের প্রকৃতির নয়, যেমনটি কোডের ধারা ১৭৩ (৮)-এর অধীনে বিবেচনা করা হয়েছে।যদি ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা, ফৌজদারি দণ্ডবিধির দ্বারা পরিকল্পিত এমন কোনও পরিকল্পনায়, বিবেচনা করার পরেও আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত হন এবং অভিযোগ গঠন করা হয়, স্বীকৃত বা অনুমোদিত হয়, তবে এটি এই আদালত দ্বারা বর্ণিত আইনের অবস্থা এবং এখানে উপরে সংযুক্ত ফৌজদারি দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক বিন্যাসের সাথেও অসঙ্গতিপূর্ণ হবে। উপরন্তু, আমাদের অনুমান অনুযায়ী, আইনসভার উদ্দেশ্য যদি এই ধরনের ক্ষমতা বিনিয়োগ করা হত, তবে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ১৭৩ (৮) সেটির অন্তর্ভুক্তির পটভূমি বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী বলা হত।একরকম, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে খোলা তিনটি বিকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে, তদন্ত শেষ হওয়ার পরে পুলিশ কর্তৃক একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরে, যেমনটি ভগবন্ত সিং [ভগবন্ত সিং বনাম পুলিশ কমিশনার, (১৯৮৫) ২ এস. সি. সি ৫৩৭:১৯৮৫ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ২৬৭]-এ কর্তৃত্বপূর্ণভাবে গণনা করা হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট, উভয় আকস্মিকতায়, যথা; যখন তিনি অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করবেন বা অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেবেন, তখন একটি পথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবেন, যার পরে তদন্তকারী সংস্থা তাকে যথাযথ কারণে অবহিত করতে পারে এবং আরও তদন্ত পরিচালনার জন্য তার অনুমতি চাইতে পারে, তবে অভিযোগকারী/তথ্যদাতার অনুরোধ বা প্রার্থনার ভিত্তিতে তিনি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে বা সেই উদ্যোগ নিতে পারবেন না। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কেবলমাত্র এই ধরনের ক্ষমতাই নয় যে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বা অভিযোগকারী/তথ্যদাতার অনুরোধ বা প্রার্থনার

ভিত্তিতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হয়, প্রক্রিয়া অনুসারে, জারি করা বা খালাস দেওয়া বিধিবদ্ধ নকশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং ডিসপেনসেশন, এটি এমনকি অন্যথায় ধারা ৩১১ এবং ৩১৯ ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানগুলিরেন্ডার করবে, যার অধীনে যে কোনও সাক্ষীকে আদালত তলব করতে পারে এবং কোনও ব্যক্তিকে যে কোনও পর্যায়ে বিচারের জন্য নোটিশ জারি করা যেতে পারে, যে কোনও উপায়ে অপ্রয়োজনীয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে, এইভাবে অধিকতর তদন্তের জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশনা বাতিল করার অপ্রীতিকর সিদ্ধান্তটি ব্যতিক্রমী এবং কোন হস্তক্ষেপের যোগ্য নয়। এমনকি অন্যথায় তথ্যের ভিত্তিতে, বিচারের অগ্রগতির অগ্রগতি বিবেচনা করে, এবং আরও বিশেষত, তথ্যদাতার পক্ষ থেকে আরও তদন্তের জন্য অনুরোধ করার ক্ষেত্রে বিলম্বের বিষয়টি অন্যথায় মনোরঞ্জনযোগ্য ছিল না যেমনটি উচ্চ আদালতের দ্বারা যথার্থভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। "

৩৭. এই রায়টি আটুল রাও বনাম কর্ণাটক রাজ্য এবং আরেকজন (২০১৮) ১৪ এস. সি. সি ২৯৮-এর ৮ অনুচ্ছেদে এই আদালতের সাম্প্রতিক ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে অনুসরণ করা হয়েছিল। বিকাশ রঞ্জন রাউট বনাম রাজ্য সচিব (স্বরাষ্ট্র), এন. সি. টি দিল্লি সরকার (২০১৯) ৫ এস. সি. সি ৫৪২-এর মাধ্যমে, বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করার পরে এই আদালত নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেঃ

৭. উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আইন বিবেচনা করে এবং এমনকি ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৭ (২), ১৭৩,২২৭ এবং ২২৮ ধারার প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি বিবেচনা করে, যা উদ্ভূত হচ্ছে তা হল তদন্ত শেষ হওয়ার পরে এবং পুলিশ ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (২) (২) ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতিবেদন প্রেরণ করার পরে, বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট (১) প্রতিবেদনটি গ্রহণ করতে পারেন এবং অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন এবং প্রক্রিয়া জারি করতে পারেন, বা (২) প্রতিবেদনের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন এবং কার্যধারা বন্ধ করতে পারেন, বা (৩) ধারা ১৫৬ (৩) এর অধীনে আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন এবং পুলিশকে আরও প্রতিবেদন তৈরি করতে বলতে পারেন।ম্যাজিস্ট্রেট যদি প্রতিবেদনের সাথে একমত না হন এবং কার্যধারা বাতিল করেন, তবে তথ্যদাতাকে প্রতিবাদের আবেদন জমা দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং তারপরে, তথ্যদাতাকে সুযোগ দেওয়ার পরে, ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কার্যধারা বাতিল করবেন কি না সে বিষয়ে আরও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যদি বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট আপত্তিগুলি গ্রহণ করেন, তবে সেই ক্ষেত্রে তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করতে পারেন এবং/অথবা এমনকি অভিযোগ গঠন করতে পারেন। উপরে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (২) (i) ধারার অধীনে পুলিশ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন বিবেচনা করে তদন্তে সন্তুষ্ট না হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সেই পর্যায়ে আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন

এবং পুলিশকে আরও একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। তবে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে উপরোক্ত সমস্ত কাজ প্রাক-বিচার পর্যায়ে করা প্রয়োজন। একবার বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট বিষয়টি বিবেচনা করলে এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (২) (i) ধারার অধীনে পুলিশ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের সাথে জমা দেওয়া নথিপত্র বিবেচনা করে, বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২২৭ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেন, তারপরে, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে আরও তদন্তের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত আদেশ দেওয়ার এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাকে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার জন্য উন্মুক্ত থাকবে না। অভিযুক্তকে বরখাস্ত করার পরে এই ধরনের আদেশকে স্বীকারোক্তি পরবর্তী পর্যায়ে করা যেতে পারে।প্রি-কগনিজেন্স পর্যায় এবং পোস্ট-কগনিজেন্স পর্যায়ের মধ্যে একটি পার্থক্য এবং/অথবা পার্থক্য রয়েছে এবং প্রি-কগনিজেন্স পর্যায়ে এবং পোস্ট-কগনিজেন্স পর্যায়ে আরও তদন্তের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রয়োগ করা ক্ষমতার মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। আরও তদন্তের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা যা প্রি-কগনিজেন্স পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপলব্ধ হতে পারে, তা হয়ত পোস্ট-কগনিজেন্স পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপলব্ধ নাও হতে পারে, বিশেষ করে যখন অভিযুক্তকে তার দ্বারা অব্যাহতি দেওয়া হয়।উপরে যেমন বলা হয়েছে, তদন্তকারী আধিকারিকের দ্বারা পরিচালিত তদন্ত এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (২) (i) ধারার অধীনে তদন্তকারী আধিকারিকের দ্বারা জমা দেওয়া রিপোর্টে ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট না হলে, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে তদন্ত সংস্থাকে আরও তদন্তের জন্য নির্দেশ দেওয়া সর্বদা উন্মুক্ত/অনুমোদিত ছিল এবং এমনকি অভিযোগ গঠন এবং/অথবা সেই পর্যায়ে প্রতিবেদনের বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়াও পিছিয়ে দিতে পারে। তবে, একবার রিপোর্ট এবং প্রতিবেদনের সাথে রাখা উপকরণের ভিত্তিতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে অব্যাহতি দিলে, আমরা আশঙ্কা করি যে এরপরে ম্যাজিস্ট্রেট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন। একবার খালাসের আদেশ পাস হয়ে গেলে, ম্যাজিস্ট্রেটের স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তদন্তকারী আধিকারিককে আরও তদন্তের জন্য নির্দেশ দেওয়ার এবং প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কোনও এখতিয়ার নেই। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে, কেবল দুটি প্রতিকার পাওয়া যায়ঃ (i) খালাসের বিরুদ্ধে একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করা যেতে পারে বা (ii) আদালতকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩১৯ ধারার পর্যায় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।যাইহোক, একই সময়ে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (৮) ধারার বিধানগুলি বিবেচনা করে, তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে আরও তদন্তের জন্য আবেদন করা এবং তারপরে নতুন প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকে এবং আদালত, তদন্তকারী সংস্থার জমা দেওয়া আবেদনের ভিত্তিতে, আরও তদন্তের অনুমতি দিতে পারে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাকে নতুন প্রতিবেদন দাখিল করার অনুমতি দিতে পারে এবং তারপরে আইন অনুসারে জ্ঞানী ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

ম্যাজিস্ট্রেট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (৮) ধারার অধীনে আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন না বা কোনও মামলার তদন্ত পরবর্তী পর্যায়ে সরাসরি পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেওয়া হয়, বিশেষত যখন ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২২৭ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেন। তবে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে প্রতিবেদন প্রেরণের পরে, পুলিশের দায়িত্বে থাকা আধিকারিককে আরও তদন্ত করার এবং মৌখিক বা ডকুমেন্টারি জমা দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (৮) ধারা। অতএব, তদন্তকারী আধিকারিকের পক্ষে ১৭৩ ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে প্রতিবেদন প্রেরণের পরেও এবং অভিযুক্তদের অব্যাহতি দেওয়ার পরেও আরও তদন্তের জন্য আবেদন করার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকে।তবে, উপরোক্ত বিষয়টি তদন্তকারী অফিসার/ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের অনুরোধে হবে এবং অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার পরে ম্যাজিস্ট্রেটের স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আরও তদন্ত/পুনর্বিবেচনার আদেশ দেওয়ার কোনও এক্তিয়ার নেই।

"১০. তবে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের করা পর্যবেক্ষণ এবং বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা নির্দেশিত তদন্তের ঘাটতি বিবেচনা করে এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য হল প্রকৃত অপরাধীকে মামলা করা এবং/অথবা শাস্তি দেওয়া, তদন্তকারী আধিকারিকের জন্য আরও তদন্তের জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যথাযথ আবেদন জমা দেওয়া এবং নতুন করে তদন্ত পরিচালনা করা এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (৮) ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরবর্তী প্রতিবেদন জমা দেওয়া এবং তারপরে জ্ঞানী ম্যাজিস্ট্রেট আইন অনুসারে এবং তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।"

৩৮. এই সিদ্ধান্তগুলিতে আদালত কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেয়নি যে প্রক্রিয়া জারি হওয়ার পরে কেন ম্যাজিস্ট্রেটের আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে, এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত একজন অভিযুক্ত, একই সাথে, বিচার শুরু না হওয়া পর্যন্ত অপরাধের আরও তদন্ত করার জন্য পুলিশের ক্ষমতা অব্যাহত থাকে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়গুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না, বিশেষত, সাকিরি (উপরে), সমাজ পারবর্তান সমুদ্র (উপরে), বিনয় ত্যাগী (উপরে), এবং হর্দীপ সিং (উপরে); হার্ডীপ সিং (উপরে) স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছিলেন যে বিচার গ্রহণের পরে ফৌজদারি বিচার শুরু হয় না, তবে কেবল অভিযোগ গঠনের পরে।সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদে এই আদালতের সাম্প্রতিক রায়গুলিতে কোনও গুরুত্বই দেওয়া হয়নি যে এই অনুচ্ছেদটি একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত তদন্তের চেয়ে কম কিছু দাবি করে না। বলা যায় যে একটি ন্যায্য ও ন্যায্য তদন্ত এই উপসংহারে নিয়ে যাবে যে, অভিযোগ গঠন না হওয়া পর্যন্ত ধারা ১৭৩(৮) এর অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদনের জন্য

পুলিশ ক্ষমতা রাখে, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধায়ক এক্তিয়ার বিচার-পূর্ব কার্যধারার মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, যা ন্যায়বিচারের উপহাসের সমান হবে, কারণ কিছু কিছু মামলা আরও তদন্তের জন্য চিৎকার করতে পারে যাতে কোনও নির্দোষ ব্যক্তিকে ভুলভাবে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত করা না হয় বা কোনও প্রাথমিকভাবে দোষী ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া না হয়।ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পর্কে এমন সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির কোনও নিশ্চয়তা নেই, বিশেষত যখন ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (১) ধারা, ২ (এইচ) ধারা এবং ১৭৩ (৮) ধারার সাথে পঠিত ১৫৬ (৩) ধারার ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা পাওয়া যায়, যা এখানে উপরে লক্ষ্য করা গেছে এবং প্রকৃতপক্ষে বিচার শুরু হওয়ার আগে ফৌজদারি মামলার অগ্রগতির সমস্ত পর্যায়ে উপলব্ধ থাকবে। ন্যায়বিচারের স্বার্থেও প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। পরবর্তী তদন্তের আদেশ দেওয়া উচিত কি উচিত নয় তা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের বিবেচনার মধ্যে রয়েছে যিনি প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর এবং আইন অনুসারে এই ধরনের বিচক্ষণতা প্রয়োগ করবেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি নতুন তথ্য প্রকাশ পায় যা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের প্ররোচিত বা বহিষ্কারের দিকে পরিচালিত করে, তবে সত্যে পৌঁছানো এবং ফৌজদারি মামলায় যথেষ্ট ন্যায়বিচার করা ফৌজদারি কার্যধারা শেষ করতে আরও বিলম্ব এড়ানোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেমন হাসানভাত ভ্যালিভাত কুরেশি (উপরে)-তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অতএব, যতদূর পর্যন্ত অমৃতভাত শম্ভুভাই প্যাটেল (উপরে), অতুল রাও (উপরে) এবং বিকাশ রঞ্জন (উপরে)-এর রায়গুলি বিপরীতভাবে ধরে রেখেছে, তারা বাতিল হয়ে গেছে। যোগ করার প্রয়োজন নেই, রণধীর সিং রানা বনাম রাজ্য (দিল্লি প্রশাসন) (১৯৯৭) ১ এস. সি. সি ৩৬১ এবং রীতা নাগ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য (২০০৯) ৯ এস. সি. সি ১২৯-ও বাতিল হয়ে যায়।

৩৮। **১২.১০.২০২২** তারিখের একটি রায়ের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট **২০২২ সালের ১৭৬৮** নম্বর ফৌজদারি আপিল (**দেবেন্দ্র নাথ সিং বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্যান্য**) **ভিনুভাই হরিভাই মালভিয়া বনাম গুজরাট রাজ্য (সুপ্রা**) সহ বেশ কয়েকটি উদাহরণের উপর নির্ভর করে:-

"১২.৫. ডিভাইন রিট্রিট সেন্টারের (উপরে উল্লিখিত) মামলার নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে। ২০০৫ সালের ৩৮১ নং ফৌজদারি মামলাটি কোরাট্টি থানায় একজন মহিলা রিমান্ড বন্দীর অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছিল যে আবেদনকারী কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়ার সময় তিনি শ্লীলতাহানি ও শোষণের শিকার হয়েছিলেন এবং তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন; এবং তারপরে, যখন তিনি তার বোনের বিয়েতে যোগ দিতে কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, তখন তাকে মিথ্যা

চুরির মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে রাখা হয়েছে। এই কার্যধারার সমান্তরালে, হাইকোর্টে একটি বেনামী পিটিশন এবং অন্যান্য পিটিশনও প্রাপ্ত হয়েছিল, যা একটি স্বতঃপ্রণোদিত ফৌজদারি মামলা হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। সেই ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, নির্দেশ দিয়েছিল যে ২০০৫ সালের ৩৮১ নং ফৌজদারি মামলাটি তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে এবং বিশেষ তদন্তকারী দলকে ('এসআইটি') দায়িত্ব দেওয়া হবে। হাইকোর্ট আবেদনকারী-কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দায়ের করা বেনামী পিটিশনে দায়ের করা অন্যান্য অভিযোগের তদন্ত/তদন্ত করার জন্য উক্ত এসআইটিকে নির্দেশ দিয়েছে।যাইহোক, এই আদালত হাইকোর্টের এই আদেশটি অনুমোদন করেনি এবং সেই প্রসঙ্গে, এই পর্যবেক্ষণ করে যে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টকে কোনও সীমাহীন ও নির্বিচারে এক্তিয়ার প্রদান করা হয়নি, সেই পরিস্থিতিগুলি ব্যাখ্যা করেছে যার অধীনে অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্বও, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নলিখিত শব্দগুলিতেঃ –

"২৭. আমাদের দৃষ্টিতে, কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টকে প্রদত্ত সীমাহীন স্বেচ্ছাচারী এখতিয়ারের মতো কিছুই নেই।সাবধানে এবং সতর্কতার সাথে শুধুমাত্র যেখানে এই ধরনের ব্যায়াম বিভাগে নির্ধারিত পরীক্ষাগুলি দ্বারা ন্যায়সঙ্গত। এটি ভালভাবে স্থির করা হয়েছে যে ধারা ৪৮২ হাইকোর্টকে কোনও নতুন ক্ষমতা প্রদান করে না তবে কেবল সেই অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করে যা বিধিটি কার্যকর করার আগে আদালতের ছিল। তিনটি পরিস্থিতিতে রয়েছে যার অধীনে অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করা যেতে পারে, যথা, (i) কোডের অধীনে একটি আদেশ ২৯ কার্যকর করা, (ii) আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করা, এবং (iii) অন্যথায় ন্যায়বিচারের সমাপ্তি সুরক্ষিত করা "

৩৯। পুনর্বিবেচনার অধীনে থাকা আদেশটি, এই পর্যবেক্ষণের সাথে পাস হওয়া সত্ত্বেও যে সমাজের আর্থিক নিয়ম লঙিঘত হওয়ায় আর্থিক অনিয়ম হয়েছিল, স্পষ্টতই আইন অনুসারে নয় এবং এইভাবে আলাদা করে রাখা যেতে পারে।

৪০। সেই অনুযায়ী ২০১৯ সালের সি. আর. আর ১০০১ অনুমোদিত।

৪১. পার্ক স্ট্রিট থানার অফিসার-ইন-চার্জ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯/১২০খ ধারার অধীনে

২৯.১২.২০১৬ তারিখের পার্ক স্ট্রিট থানার মামলা নং ৩১০/২০১৬-এর তদন্ত হস্তান্তর করবেন, এই আদেশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে সিআইডি, পশ্চিমবঙ্গের কাছে পুনঃতদন্তের জন্য কলকাতার বিজ্ঞ প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন। সিআইডি তদন্ত গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে ট্রায়াল কোর্টে পুনঃতদন্তের প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৪২. সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

৪৩. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

৪৪. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য শিক্ষানবিশ বিচার আদালতে পাঠানো হবে।

৪৫. এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly